তারিখ ... 22 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

কোচিং বাণিজ্যে জিম্মি শিক্ষা ব্যবস্থা

সংবাদদাতা, কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ)

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় যত্রতত্র গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে জমজমাট কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে স্কুল শিক্ষকরা। আবার এ ব্যবসার আড়ালে চলছে অনৈতিক কার্যকলাপ। বেশি শিক্ষার্থী পেতে কোচিং সেন্টারের মালিকরা স্কুলের শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাস নেন। আবার কোন কোন স্কুল শিক্ষক নিজেই কোচিং সেন্টারের মালিক। এসব কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে।

উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে রমরমা কোচিং বাণিজ্য করছে। এসব কোচিংয়ের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি, অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া এমনিক যৌন হয়রানি পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেসব শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে আসে তাদের ক্লাসে কোন পড়া ধরা হয় না। শুধু যারা এসব শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ছে না, তাদের নানাভাবে পড়া ধরার নামে হয়রানি করা হয়। হয়রানি ও ফেল করার ভয়ে শিক্ষার্থীরা এসব শিক্ষকের কাছে বাধ্য হয়েই প্রাইভেট পড়ছে। পরীক্ষার আগেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পেয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। আবার শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়লে অনেক ক্ষেত্রে তারা ক্লাসে উপস্থিত না থাকলেও হাজিরা দিয়ে দিচ্ছেন।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে মাত্র ৩ দিন পড়িয়ে ৫শ' টাকা নিচ্ছে শিক্ষকরা। শিক্ষকদের ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

অনুসন্ধানের দেখা গেছে, উপজেলার জলকারপাড়া, কেজির মোড়, কলেজ রোড, ভাটিয়াপাড়া, রামদিয়া ও জয়নগর এলাকায় বেশ জমজমাট কোচিং ব্যবসা চলছে। কোচিং সেন্টারের মালিকরা বেছে বেছে সুন্দরী মেয়েদের কোচিং এ ভর্তি করার চেষ্টা করে। এসব সুন্দরী মেয়েরা কোচিং এ ভর্তি হলে তাদের জন্যই কোচিং এ ভর্তি হবে অনেক ছাত্র। আর এসব ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রীদের সাথে গল্প করা।

এ ব্যাপারে কাশিয়ানী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, এসব কোচিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।